দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 21 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

সর্বজনীন গণমুখী শিক্ষানীতি চাই

প্রতিবছর আমাদের পালন করতে হয় বিভিন্ন দিবস। এমনি একটি দিবস ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস। কি ঘটেছিল '৬২র ১৭ সেপ্টেম্বর। আজকের দিনের ছাত্র সমাজ তার কতটুকুই জানে। যাদের রক্তে গড়া শিক্ষার আন্দোলনে আজও ছাত্ররা রক্ত ঢেলে যাচ্ছে সেই মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজিউল্লার কোন স্মৃতিফলক আছে কিনা আমরা জানি না। ১৯৬২ সালের এদিনে আইয়ুব শাহীর সামরিক জান্তা শিক্ষার আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যা করেছিল। আন্দোলনের চাপে তাৎক্ষণিকভাবে 'শরীফ কমিশন' বাতিল করলেও একই শিক্ষানীতিকে 'হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের' নতুন মোড়কে ঢেকে চালানোর চেষ্টা চলে। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রচণ্ড তোড়ে এই প্রচেষ্টা ভেসে যায়। দুর্ভাগ্য জাতির স্বাধীন দেশেও কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি পেল না ছাত্ররা, পায়নি আজো।

ছাত্রদের প্রতিটি আন্দোলনে তাই সর্বজনীন গণমুখী শিক্ষার দাবিই সর্বাগ্রে স্থান পায়। ছাত্র আন্দোলন শুরু হয় মানুষের শিক্ষা লাভের মৌলিক অধিকার হরণের সরকারী আয়োজনের প্রতিবাদে।

বীণা শিকদার

ছাত্ররা যখন শিক্ষার অধিকার আদায়ে সংকল্প ব্যক্ত করে, তার সংঘবদ্ধ রূপ হিসাবে জেগে ওঠে ছাত্র আন্দোলন। ক্ষমতা ও শক্তির জোরে তা দমন করতে এগোয় শাসকরাও। আন্দোলন আরও ফুঁসে ওঠে। মুখোমুখি হয় শাসক ও ছাত্র। সংঘর্ষ হয়। ছাত্র-আন্দোলন শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে রাজপথে। সেখানে মিলিত হয় শ্রমিক-কৃষক পেশাজীবীসহ সংগ্রামরত জনতার অন্যান্য অংশের সাথে। শিক্ষার সংগ্রাম আর ভাত-কাজের সংগ্রাম একাকার হয়ে যায়। জীবনের সংগ্রামের মূল ধারায় যুক্ত হয় শিক্ষার সংগ্রাম।

'৮৩-তেও মজীদ খানের শিক্ষানীতি রুখতে গিয়ে ছাত্ররা সূচনা করেছিল এরশাদের সামরিক জান্তা বিরোধী গণআন্দোলনের। ভাষার সংগ্রাম যেমন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মরদেহে বীজ বুনেছিল স্বাধীন স্বরাষ্ট্র বাংলাদেশের। '৬৯-এর ১১ দফা আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল সর্বজনীন গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের যা কিনা স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম উৎস হিসাবে কাজ করেছে।

আজ যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের সুযোগ এসেছে, তখন অবশ্যই এ বিষয়গুলো নতুন করে মূল্যায়ন হবে বলে জনগণ আশা করে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শুধু প্রচারেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার উদ্যোগও নিতে হবে। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে শিক্ষার সর্বজনীন অধিকারের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা কাগুজে মর্যাদা নিয়েই সংবিধানবন্দী হয়ে আছে। শিক্ষার সর্বজনীন অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঔপনিবেশিক পাকিস্তানী শাসনকাল থেকে আজ অবধি প্রতিটি সরকার পুরনো প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন মোড়কে সাজিয়ে সযত্নে টিকিয়ে রেখেছে এবং তাতে নতুন নতুন গণবিরোধী উপাদান সংযুক্ত করেছে। যার বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ লাগাতার লড়াই করে আসছে। তাই '৬২-তে শিক্ষা সংকোচন নীতি রুখতে আমাদের পূর্বসূরিরা যে রক্তঝরা সংগ্রামের সোপান রচনা করেছিল সেই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় আজকের ছাত্রসমাজকে লড়তে হচ্ছে। লড়তে হচ্ছে অনিবার্য কারণেই। জীবনের জন্য যেমন চাই গণমুখী শিক্ষা, তেমনি গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য চাই শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ও জনগণের সরকার। তাই শিক্ষার সংগ্রাম আর জীবনের সংগ্রাম একাকার হয়ে গেছে বার বার।

দীর্ঘ স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামো আজ ধ্বংসের প্রান্ত সীমানায় উপনীত। শিক্ষা ব্যবস্থাও তার উর্ধে নয়। শিক্ষার ভাগ্যেও জুটেছে একই পরিণতি। শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রটি আমাদের সামনে সবচেয়ে উদ্বেগজনক। মোট জনসংখ্যার যে অতি সামান্য অংশ শিক্ষিত তাদের বাদ দিয়ে বাকি যে হতশ্রী বিরাট জনগোষ্ঠী জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম শিক্ষার অধিকার থেকে সংগত কারণেই বঞ্চিত। শিক্ষিতের এ সরকারী হারও অর্থহীন কারণ তথাকথিত এ শিক্ষিত জনসমাজের বিরাট একটি অংশ কেবলমাত্র নাম সাক্ষরে সক্ষম এবং শিক্ষার গালভরা সরকারী ঘোষণা থাকলেও বাস্তবতা ভিন্নতর। মোট জনসংখ্যার ভাগ্যবান যে অংশটি শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করার সুযোগ পায় তারাও বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জায়গা না পেয়ে। এদের মধ্যে যাদের বিত্ত আছে তারা বিদেশে যায়। প্রতিবছর লাখ লাখ ছাত্র মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এদের মাঝে অর্ধেকেরও বেশি উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ পায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই সীমিত। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার আসন সংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত। প্রাথমিক পর্যায় থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত 'টাকার বিনিময়ে শিক্ষা' কার্যক্রম চলছে। কিন্ডার গার্টেন স্কুল থেকে শুরু করে প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ, কারিগরি ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে যথেচ্ছভাবে। কোচিং সেন্টারের ব্যবসা চলছে মদ-গাজা-হেরোইনের ব্যবসার চেয়ে নগ্নভাবে। মাস্টার সাহেবদের অনেকেই এখন ক্লাসের চেয়ে বেশি মনোযোগী প্রাইভেট পড়ানোতে। সর্বত্রই প্রাইভেটাইজেশনের সুবাদে শিক্ষা পরিণত হয়েছে পণ্যে। এ ছাড়া রয়েছে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ কলেজসমূহ মাসের পর মাস সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ থাকে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিতরণ ও নতুন জ্ঞানানুসন্ধানের সর্বোচ্চ পীঠস্থান। শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে চরম বৈষম্য। একদিকে কিন্ডার গার্টেন, ক্যাডেট স্কুল কলেজ এবং অভিজাতদের সন্তানদের জন্য অন্যান্য স্কুল-কলেজ; অন্যদিকে গ্রামের নড়বড়ে প্রাইমারি স্কুল ও অন্য অবহেলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ। একটি অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি এদেশের ছাত্রসমাজের দীর্ঘদিনের দাবি হওয়া সত্ত্বেও আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাই শুরু হয় বিভিন্ন রং-ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে। যদি গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষার স্লোগান সংবলিত লেবেল প্রতিটি সরকারের মুখে আঁটা থাকে। জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ ব্যয় হয় নির্দিষ্ট অংশের জন্য। ক্যাডেট স্কুল-কলেজ আর ক্যান্টনমেন্ট কলেজগুলোর পিছনে সরকারী ভর্তুকির পরিমাণ থেকেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের পিছনে বার্ষিক যে টাকা ব্যয় হয় সে টাকায় অন্তত এক শ' জন ছাত্রের প্রাথমিক শিক্ষার খরচ চলে। অর্থাৎ ক্যাডেট কলেজের একজন ছাত্রের জন্য এক শ' ছাত্রকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এদেশের জনগণের করের টাকায়, উৎপাদনের বিনিময়ে প্রণয়ন করা হয় জাতীয় বাজেট। অথচ এই বাজেটের টাকায় প্রবর্তিত শিক্ষানীতির মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠী কেবলমাত্র নিজেদেরই শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করছে।

শিক্ষার এই সঙ্কট নিরসন তাই আজ ছাত্রসমাজ তথা গোটা জাতির সামনে একটি মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে দেখা দিয়েছে। একটি অসাম্প্রদায়িক, বিজ্ঞানভিত্তিক, সর্বজনীন, গণমুখী শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাসহ সার্বিক সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে '৮৩-তে প্রণয়ন করা হয়েছিল ১০ দফা কর্মসূচী। ১০ দফার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে তার অভিপ্রকাশ রয়েছে। ১০ দফা ছাত্রসমাজের দাবি। যে দাবির মধ্যে আরও রয়েছে শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষের কথা, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানের মৌলিক মানবিক অধিকার নিশ্চিতকরণের কথা। কাজেই ১০ দফার সংগ্রামকে বেগবান করার মধ্য দিয়ে ছাত্রসমাজ তার স্বকীয় আন্দোলনের ধারায় এগিয়ে নেবে গণমুখী শিক্ষার সংগ্রাম।

নতুন শিক্ষানীতি আসছে। জনগণ ও ছাত্রসমাজ অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এ চরম নৈরাজ্য অবসানকল্পে সরকার বাস্তব পদক্ষেপ নেবে। ১০ দফার আলোকে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে আমাদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দিন। নতুন সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। যদি এই প্রত্যাশা অন্যান্যবারের মতোই আমাদের হতাশ করে তাহলে ছাত্রসমাজও অন্যান্যবারের মতোই দাবি আদায়ের সংগ্রামে রাজপথে নেমে আসবে শিক্ষাঙ্গন ছেড়ে। শিক্ষার সংগ্রাম আবারও মিলিত হবে ভাত-কাজের সংগ্রামের মূলধারায়।